Name of the study area:
Data Type: IDI with Household.
Length of the interview/discussion: 41:40
ID: IDI_AMR209_SLM_PUnQ_Bo_U_07 Dec 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	27	HSC	Unqualified Practitioner	Human	27 Years	Banglai	

প্রশ্নকর্তা: আসসালামুআলাইকুম ভাই । আমি হচ্ছি এস.এম. এস । আমি ঢাকা আই.সি.ডি.ডি.আর.বি মহাখালি কলেরা হাসপাতালে কাজ করি । আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি যেখানে আমরা বুঝার চেষ্টা করছি যে মানুষ এবং বাসা বাড়ি সমূহে পশু-পাখি যখন অসুস্থ হয় তখন তারা কি পরামর্শ করে এবং পরামর্শ চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায়? এবং ঐ অসুস্থতা সমূহের জন্য তারা এন্টিকায়োটিক ক্রয় করে কিনা? ঔষুধের দোকানের মালিক বা পরীক্ষক সাস্থ সেবা বা চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী যিনি এন্টিবায়োটিক বিক্রি বা প্রদান করে তাদের কাছ তেকে আমরা জানতে চাই যে তারা কিভাবে এন্টিবায়োটিক বিক্রি বা সেবনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন এই বিষয়টা? তো আপনার কাছ থেকে যে সমস্ত তথ্য নেওয়া হবে তা শুধু মাত্র গবেষনার কাজেই ব্যবহার করা হবে অন্য কোনো কাজে এটা ব্যবহার করা হবে না । এবং এটা সম্পূর্ণ গোপনীয় ভাবে আই.সি.ডি.ডি.আর.বি তে সংরক্ষন করা হবে । তো কেমন আছেন ভাইয়া ?

উওরদাতা:আছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো ।

প্রশ্নকর্তা: ভালো আছেন না । আচ্ছা আচ্ছা । তো আমরা কি শুরু করবো?

উওরদাতা: হ্যা ইনশাআল্লাহ করেন ।

প্রশ্নকর্তা: ধন্যবাদ । আচ্ছা আপনি আপনার ঔষুধের দোকান এই পেশা সম্পর্কে যদি বিস্তারিত খুলে বলেন যে এখানে কি ধরনের ঔষুধ আছে এবং কিভাবে এই পেশায় আসলেন কি ?

উওরদাতা: একটুয়েলি এখানে প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র বলা যাইতে পারে আর কি । আমরা প্রাইমারি চিকিৎসা করি , আর এখানে আসে পাশে কমুদিনী সরকারী হস্পিটাল আছে । নদীর ঐপারে আছে ইস্ট- ওয়েস্ট মেডিকেল হাসপাতাল । আর একটু পশ্চিমে আছে আপনার ঐ ইনটারনেশ্যানাল মেডিকেল হাসপাতাল । জটিল হইলে আমরা ঐখানে ট্রান্সফার করি । এখানেতো প্রাইমারী চিকিৎসা । আদার ওয়াইজ না ।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে কত বছর ধরে এই পেশায় আছেন ভাই ?

উওরদাতা: আমি বারো বছর । প্রোবাবলি ।

প্রশ্নকর্তা: ও অনেক দিন হয়ে গেছে , আচ্ছা আচ্ছা । তো এখানে আপনার ঔষুধে, মানে আপনার দোকানে কি কি ধরনের ঔষুধ আছে?মানে এই যে আপনার ফার্মেসি এখানে কি কি ধরনের ঔষুধ আছে ?

উওরদাতা: প্রাইমারী চিকিৎসায় যা লাগে , যেমন ধরেন পাতলা পায়খানার ---

প্রশ্নকর্তা: মানে একটা হচ্ছে হিউমেন , হিউমেনের আছে । আর এনিমেল , এনিমেলের কিছু দেখতে পাচ্ছি । এনিমেলের ও আছে তাই না ?

উওরদাতা: এনিমেলের আছে । মোটাতাজা করন ।

প্রশ্নকর্তা: আর ?

উওরদাতা: কৃমি নাশক । জ্বর ব্যাথা এই সব ।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক কিছু আছে?

উওরদাতা:না এন্টিবায়োটিক নাই । এনিমেলের এন্টিবায়োটিক?

প্রশ্নকর্তা: না এন্টিবায়োটিক নাই । আর হিউমেনের ?

উওরদাতা: আছে ।

প্রশ্নকর্তা: হিউমেনেরটা আছে না? হিউমেনের কি কি ধরনের ঔষুধ আছে ?

উওরদাতা: হিউমেনের প্যারাসিটামল , এন্টিবায়োটিক আছে । প্রাথমিক ভাবে আর কি । একটুয়েলি ছোট দোকানতো । সবই রাখছি অল্প অল্প করে আরকি ।

প্রশ্নকর্তা: মানে এনিমেলের দুই একটা এন্টিবায়োটিকের ?

উওরদাতা: যেসমস্ত ঔষুধ যেমন সিপ্রোসিন । নিউফ্লোক্সিন । এজিট্রোমাইসিনের গ্রুপ । জিমেক্স । তারপরে হচ্ছে ঐ যে ইত্যাদি ইত্যাদি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আপনার এগুলো একটু শেষের দিকে একটু দেখবো এবং লিখবো । লিখে নিবো ঔষুধগুলোর নাম । আচ্ছা ভাইতো এন্টিবায়োটিক দেওয়ার ক্ষেত্রে মানে আপনারকি কোনো অভিগ্যতা আছে ? আপনি যে এন্টিবায়োটিক গুলার নাম বললেন ?

উওরদাতা:না প্রেসক্রিপশন ছাড়া সচারচর এন্টিবায়োটিক ইউজ করি না । প্রেসক্রিপশন পাইলেই ইউজ করি ।

প্রশ্নকর্তা: আর এমনে অনেকে এসে এমনে কথা প্রসঙ্গে বলতেছিলাম যে দুই একটা চায় যে অসুস্থ হয়ে গেলে ভাই আমাকে এটা দেন ? তখনতো বিক্রি হয় না?

উওরদাতা: টুকটাক দেখা গেছে যে এলাকায় লোকাল পারসন আছে যে দিতে হয় । এলাকায় থাকতে হলে এদের সাথে মিশে তাকতে হবে , তো যেখানে না দিলেই না তখন আমরা এন্টিবায়োটিক মুখে চাইলে দেই । আদার ওয়াজ যারা আর পাবলিক আছে তাদের আমরা প্রাইমারী ভাবে যেটা একবারে সাইড এফেক্ট মুক্ত ঐ ঔষুধটাই দাওয়ার চেষ্টা করি ।

প্রশ্নকর্তা: আপনার কাছে কি মনে হয় ভাই ? সময়ের সাথে সাথে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটা কি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে ?

উওরদাতা: ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি ।

প্রশ্নকর্তা: বেড়ে যাচ্ছে না?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: কেন বেড়ে যাচ্ছে একটু যদি খুলে বলেন ?

উওরদাতা: আসলে মানুষ দেখা গেছে যে ডাক্তারের কাছে যাইতে আপনার যে সংখ্যাটা উল্লেখ করছেন ছয় হাজার সামথিং লোকের জন্য একজন এম.বি.বি.এস. । তো অনেকে দেখা গেছে যে ইতি পূর্বে অসুখ হয়ে সাপোজ একটা জ্বর হইছে । জিমেক্স পাচঁটা ছয়টা খাইছে । উপকার পাইছে । ঐ হিসেবে মানুষ এসে এস চায় । এন্টিবায়োটিকের প্রতি মানুষের ঝোকটা বাইরে গেছে । আগের চেয়ে অনেক বাইড়ে গেছে । তো মানুষ গ্রুত এন্টিবায়োটিকের দিকে যাইতেছে নরমাল একটা প্যারা পাইরোল আছে যেমন নাপা আছে এগুলা প্রাথমিক ইস্টেপ । ইস্টেপ বাই ইস্টেপ যাওয়া লাগবো প্রথমেই আপনার হাই একটা এন্টিবায়োটিক ইউজ করতেছে এটা একান্তই সত্য কথা ।

প্রশ্নকর্তা: এটাকি ঠিক ?

উওরদাতা:না ডেফিনেটলি ঠিক না ।

প্রশ্নকর্তা: কেন ঠিক না ?

উওরদাতা: এটা ক্ষতিকারক দিক ও আছে । একটা মেডিসিন এক্সপার্ট ছাড়া এই ধরনের এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করাতো দেশের আইনে বাধা নিষেধ আছে।

প্রশ্নকর্তা: প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখা বা বিক্রির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সমস্যা বা চেলেঞ্জ আপনি কোনো সময় ফেস করছেন ? মানে ধরেন একটা এন্টিবায়োটিক কেউ এসে বলতেছে যে এই রোগের জন্য তাকে এন্টিবায়োটিকটা দেওয়া উচিৎ প্রাথমিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে বা যদি একটু খারাপ অবস্থা হয় রোগীর ক্ষেত্রে তো কোনো সময় দ্বিধা দ্বন্দে ভুগছেন যে আমিকি এই মেডিসিন এটা দিবো নাকি এটা দিবো?

উওরদাতা: একচুয়েলি ডাক্তার প্রেসক্রিপশনে লেখলে তারপরেও কনফিউসড হলে আমি ঐ ঔষুধ দেই না । যদি আমি কনফিউসড হই যে ঔষুধের ডোজটা বেশী তারপরেও তারা ডাক্তার ডিগ্রি নিছে হেরা আমাদের চেয়ে অনেক ভালো বুঝে । তারপরেও আমার মনে আমার নিজের একটা সত্বা আছে । যে এটা ঠিক হইতেছে নাকি হইতেছে না । আমরা যেহেতু অল্প শিক্ষিত, তারপরে দেখা যায় এখানে অনেক বড়বড় মেডিসিনের দোকান আছে । আমি সামনে বর্ধমান আছে ঐখানে দেখায় দেই । এরকম ।

(০৫:০২)

প্রশ্নকর্তা: মানে যেটা একটু জটিলতা মনে করেন ঐটা ঐখানে ইয়ে করেন । আর এমনে নিজে যখন দেন যেমন ধরেন একটা ফাইমক্সিল বা সিপ্রোসিন দিচ্ছেন হ্যা ? একটা এজিট্রোমাইসিন বা একটা মেডিসিন কথার কথা তখন কি আপনি নিজে কি একটা হেজিটেশনে ভুগেন এটা কি দেওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা বা --?

উওরদাতা: একচুয়েলি আমি, আমার যে কৈশল আছে প্রাইভেট ট্রিটমেন্টের সবচাইতে নরম্যাল এন্টিবায়োটিকের যে গ্রুপ আছে এমোক্সাসিলিন আমি এটা ইউজ করি বেশী । তারপরেও ফিটনেস এর একটা ব্যাপার আছে যে এই ঔষুধটা মানুষকে দিতাছি যে, দেওয়া হইতেছে এটা ঐ ডোজটা নিতে পারব কিনা । এই জিনিসটা মাথায় রাখি । সব সময়ই ।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক যখন আপনি দিচ্ছেন ঐযে বললেন এমোক্সাসিলিন বা ইয়া কত মাত্রা বা ডোজ কতদিন খেতে হবে এটার কোনো সাইড এফেক্ট , রেজিসটেন্স এই বিষয় গুলি সম্পর্কে আপনি বলেন রোগীদেরকে ?

উওরদাতা:একচুয়েলি সাধারনত এমোক্সাসিলিনে ঐরকম সাইড এফেক্ট লক্ষনীয় হয় নাই এই পর্যন্ত । তো এটা সাতদিনের কোর্স , তিনটাইম খাইতে হয় সাতদিন । সাপ্তাহে একুশ পিস ।

প্রশ্নকর্তা: এটাকি আপনি বলে দেন যে মানে কিভাবে খাবে বা কতদিন খাবে ।

উওরদাতা:হ্যা অবশ্যই ।

প্রশ্নকর্তা: কিভাবে বলে দেন মৌখিক ভাবে বলে দেন । নাকি লেখে দেন ?

উওরদাতা: লেইখাও দেই বইলাও দেই । বেশীর ভাগ মানুষই আপনার এন্টিবায়োটিকের যে কোর্স আছে এটা ফলো করে না । একটু আরাম হলেই খাওয়া বাদ দিয়ে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: তাই ? আচ্ছা আচ্ছা । গ্রামের মধ্যে আমরা দেখছিলাম ঐযে চিহ্ন দিয়ে দেয় তারা কেচি দিয়ে । কেটে দেয় অনেক সময় কলম দিয়ে লেখে দেয় প্যাকেটে । তো আপনারা এরকম কিছু করেন ?

উওরদাতা: আমি ঐযে কলম দিয়ে লেখে দেই । ইস্টাপলার মাইরে দেই । কাগজে লেখা ঔষুধের সাথে ইস্টাপলার মাইরে দেই ।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে সুবিধা কি হয় এটাতে ?

উওরদাতা: অশিক্ষিত লোক বুঝে না তাই এক লেখে দেই মাঝখানে এভাবে সংকেতিক চিহ্ন দিয়ে এভাবে খাবেন ।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে এটার রেজিসটেন্স , রেজিসটেন্স শব্দটাতো বুঝেন নাই ?

উওরদাতা: না বুঝি নাই ব্যাখ্যা করেন ?

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আমরা পরে এটা নিয়ে আরো কথা বলবো , এখন বলেন কোনো নির্দিষ্ট রোগীকে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হবে কিনা বা হবে কি হবে না এই ডিসিশন বা সিদ্ধান্তটা আপনি কিভাবে নেন ?

উওরদাতা: এটা এরকম জটিলতা পড়লে আমি ডাক্তারের কাছে রোগী ট্রান্সফার করি ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু আমরা যেটা আলোচনা করতে ছিলাম কোনো নির্দিষ্ট রোগীকে এন্টিবায়োটিক দিতে হবে কি হবে না এইযে একটা ডিসিশনের বিষয় আপনি একটা রোগ এসে বললো আরকি একজন ?

উওরদাতা: আমি জটিল মনে করলেই বাইরে ট্রান্সফার করে দেই ।

প্রশ্নকর্তা: যখনই মানে এমোক্সাসিলিন বা এধরনের কোনো মেডিসিন দিচ্ছেন তখন আপনি ডিসিশনটা একা একা কিভাবে নেন ? যে আমি তাকে এই মেডিসিনটা দিবো নাকি এটা দিবো ?

উওরদাতা: আগেও বললাম আবার বললাম জটিল হইলেই সিরিয়াস হইলেই এখানে সরকারী হাসপাতাল আছে কাছেই তাহলে গাফিলতির কোনো সুযোগ নাই । এদের সেবা ভালো টুয়োনটি ফোর আওয়ারস সেবা দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: না সেটাতো ঠিক আছে ।

উওরদাতা: যেহেতু এই এলাকায় থাকি আপনের সুনামের একটা ব্যাপার আছে ভুল হইলেও একটা ব্যাপার আছে । টাকা সব কিছু না মানুষের জীবনে । একটু ব্যাক্তি আদর্শ নিয়ে চলতে হয় একবারে মানুষ ।

প্রশ্নকর্তা: মানে একটা ডিসিশন নাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো সময় সমস্যা হয় ?বা ডিসিশন নিজে নিজে কিভাবে নেন? আমার কাছে দুই তিনটা অপশন আছে ধরেন এন্টিবায়োটিক এটা না দিলে এটা বা ঐটা । আপনার কাছে সেই সুযোগটা আছে ।

উওরদাতা: না আমি এন্টিবায়োটিক ইউজ করি না , আমি এন্টিবায়োটিক একটাই করি ঐটা হচ্ছে এমোক্সাসিলিন ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিকের যে দাম বা বাজার মূল্য এটাকি সাধারন জনগনের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে?

উওরদাতা: এটা আসলে কমায় দিলে খুব ভালো হয় , মেডিসিনের দাম অনেক বেশী । অনেক অনেক বেশী ।

প্রশ্নকর্তা: একজন ভোক্তা বা সেবা গ্রহীকা যে পরিমান টাকা একটা এন্টিবায়োটিকের পিছে ব্যায় করতেছে সে সেই পরিমান সুবিধা বা বেনিফিট কি পায়?

উওরদাতা: আমার মনে হয় পায় না ।

প্রশ্নকর্তা: কেন ?

উওরদাতা: কারন মেডিসিনের উচ্চ মূল্য তার জন্য ।

প্রশ্নকর্তা: তাইলে কেন সে পায় না ?

উওরদাতা:যদি কতৃপক্ষ যদি যারা রাষ্ট ব্যবস্থা চালায় যদি তারা দামটা কমায় দিতো। সব কিছু যদি নজর দারীতে আনতো তাহলে সবচেয়ে ভালো হইতো । একদম সবকিছু ।

প্রশ্নকর্তা: লোকজন সাধারনত এন্টিবায়োটিক আপনাদের থেকে কিভাবে কিনে থাকে তারাকি পুরা কোর্স কিনে নাকি অল্প করে কিনে ?

উওরদাতা: অল্প করে কিনে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অল্প করে কিনে ।

প্রশ্নকর্তা: কেন অল্প করে কিনে কেন ?

উওরদাতা: আর্থিক অসচ্ছলতা , তাই ।

প্রশ্নকর্তা: এইযে তারা অল্প করে যে নিচ্ছে এটাতে রোগকি ভালো হয় তাদের ?

উওরদাতা: দেখা যায় সাময়িক ভালো হয় , তারপরে আবার রোগীটার অসুখটা আবার কাম বেক করে ।

প্রশ্নকর্তা: কেন কাম বেক করে আবার ?

উওরদাতা: এইযে এন্টিবায়োটিকের যে কোর্সটা কমপ্লিট করলো না তাদের গাফিলতি বা আর্থিক অসচ্ছলতা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা তো পরবর্তীতে কোনো অসুবিধা হবে কোনো? যখন কাম বেক করতেছে ডিজিসটা?

উওরদাতা: অবশ্যই ।

প্রশ্নকর্তা: কি হতে পারে তার ?

উওরদাতা: দেখা যাচ্ছে যে এন্টিবায়োটিকটা এখন ডাক্তার লেখছে তার চেয়ে বড়টা আবার লেখবো তার চেয়ে বেশীটা পাওয়ার ফুলটা লেখবো। সাভাবিক ভাবে ।

প্রশ্নকর্তা: তখন সেকি ক্ষতি গ্রস্থ হবে ?

উওরদাতা: অথবা সে যদি ঐটা নাও লেখে আবার এই ডোজটা তার ডাবোল খাওয়া লাগতেছে । আধা আধা খাইলো পরে আবার ডাবোল খাইলো । টাকা এক্ষেত্রে ডাবোলই গেল ।

প্রশ্নকর্তা: আর্থিক ভাবেও সে লুজার হচ্ছে ।

উওরদাতা: জি জি । বাস্তবতা ।

(১০:০৬)

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা এমনে সাধারন ঔষুধ অনান্য ঔষুধের সাথে এন্টিবায়োটিকের কি কোনো পার্থক্য আছে ? দুইটা মেডিসিন ?

উওরদাতা: অবশ্যই ।

প্রশ্নকর্তা: কি ? যদি কয়েকটা খুলে বলেন আরকি ?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিকটা একাধিক কাজ করে আর এমনে নরম্যাল মেডিসিনটা একটা ইস্পেসিফিক কাজ করে ।

প্রশ্নকর্তা: ইস্পেসিফিক একটা রোগের কাজ করে আচ্ছা ।

উওরদাতা: আর একটা এন্টিবায়োটিক অনেক কাজ করে ।

প্রশ্নকর্তা: যেমন যেমন?

উওরদাতা: ধরেন একটা নাপা ব্যাথার কাজ করে । জ্বরের কাজ করে । আর একটা জিমেক্স অনেক কাজ করে গলায় টনসিল , এরকম হাবি জাবি । যেমন জ্বর ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ।

প্রশ্নকর্তা: অনেক কাজ করে আচ্ছা তাইলে এটা একটা ডিফেরেন্স ।

উওরদাতা: ইনফেকশনের কাজ ও করে । কিন্তু নাপাতো সব কাজ করে না । এটা হল সাপোর্ট ।

প্রশ্নকর্তা: দামের ক্ষেত্রে বা দুইটার আর অন্যকোনো ডিফেরেন্স আছে ? দামের প্রাইজের ক্ষেত্রে সাধারন ঔষুধ আর এটার ?

উওরদাতা: অবশ্যই এন্টিবায়োটিকের দাম বেশী ।

প্রশ্নকর্তা: বেশী না আচ্ছা আচ্ছা । আর কোনো পার্থক্য আছে ভাই অন্য কোনো ধরনের পার্থক্য ? অন্য পার্থক্য এই দুইটা মেডিসিনের মধ্যে ?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিকের ক্ষতিকারক দিক আমার মনে হয় বেশী । সাইড এফেক্ট করে আর নরম্যাল ঔষুধ গুলোর সাইড এফেক্ট নাই । এন্টিবায়োটিকের উপকারীতা আছে অপকারীতাও আছে । সাইড এফেক্ট করে অনেক ক্ষেত্রেই করে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা লোকে কি প্রেসক্রিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক চায় ?

উওরদাতা: হ্যা চায় ।

প্রশ্নকর্তা: তখন সেক্ষেত্রে আপনারা কি করেন?

উওরদাতা: সেক্ষেত্রে বুঝায় বলতে হয় ভাই আপনি ডাক্তার দেখায় খান ।

প্রশ্নকর্তা: তখন ওরা কি বলে ? সাধারন জনগন কি বলে?

উওরদাতা: বেশীর ভাগ মানুষই আপনের ডাক্তার মানে যারা কনসিয়াস তারা ডাক্তার দেখায় । আবার কিছু লোক আছে ভাই আপনি যেটা দিবেন ঐটাই ।

প্রশ্নকর্তা: তখন কি করেন ?

উওরদাতা: তখন সেক্ষেত্রে ইউজ করতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: তখন সেক্ষেত্রে আপনারা দেন ?

উওরদাতা: হ্যাঁ ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । বেশীর ভাগ লোকেই কি চায় ভাই আপনিই দেন , নাকি আগে ডাক্তারকে দেখায় আইসে আপনার কাছে আসে ঔষুধ নিতে ?

উওরদাতা: বেশীর ভাগ লোকেই আমাদের উপর ডিপেন্ড করে বেশী ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কি মুখে মুখে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করেন ? নাকি যখন দেন লিখিতো ভাবে দেন ?

উওরদাতা: লিখিতো ভাবেই দেই ।

প্রশ্নকর্তা: মানে কোথায় লিখে দেন ?

উওরদাতা: প্যাডে লিখে দেই । স্লিপ পেড আছে ।

প্রশ্নকর্তা: বেশীর ভাগ রোগীর ক্ষেত্রেই লেখে দেন ?

উওরদাতা: জি ।

প্রশ্নকর্তা: এখন যে বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে ঝুঁকি সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে । আপনি কি মনে করেন যে এন্টিবায়োটিক গুলো রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভুমিকা পালন করে ? রোগটাকে প্রতিরোধ করার জন্য কার্যকরী ভাবে কাজ করে?

উওরদাতা: হ্যা অনেক ক্ষেত্রেই করে ।

প্রশ্নকর্তা: কোন ক্ষেত্রে করে ? একটু খুলে বলেন ।

উওরদাতা: দেখা যায় নরম্যাল ঔষুধ যেখানে ফেল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকের কার্যকারীতা লক্ষনীয় ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কি মনে করেন ? কি কি উপায়ে এন্টিবায়োটিক কাজ করে ? মানুষের শরীরে যাওয়ার পর কি কি উপায়ে কাজ করে?

উওরদাতা: এটা হাই ডোজ ঔষুধ । এন্টিবায়োটিক । এটার উপরেতো আসলে কোনো --

প্রশ্নকর্তা: শরীরে ঢুকলো ধরেন এন্টিবায়োটিক খেলো , খেয়ে তারপর শরীরের মধ্যে মেডিসিন যেয়ে কিভাবে কাজ করতেছে ?কি কি ভাবে কাজ করে?

উওরদাতা: না এটা আমি । --- । এটা যেয়ে মানুষের সাভাবিক যে খাদ্য হজম প্রক্রিয়া আছে । যেমন একটা অঙ্গ পতঙ্গের সাথে একটা ইয়া আছে । যারা আপনের ল্যাবে ইয়া করে ফার্মাসিস্ট আমরাতো প্রাইমারী ট্রিটমেন্ট করি । যারা ফার্মসিস্ট ওরা হল ভালো মত বলতে পারবে ।

প্রশ্নকর্তা: কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক কাজ করে ? যেমন কিছুক্ষন আগে বলতেছিলেন ইনফেকশন তারপরে হচ্ছে ব্যাথ্যা আর কি কি রোগের জন্য এন্টিবায়োটিক কাজ করে ।

উওরদাতা:না এটা আমার জানা নাই ।

প্রশ্নকর্তা: না কয়েকটা রোগ যদি বলেন আমরা এন্টিবায়োটিকের বিভিন্ন রোগের জন্য , যেমন কয়েকটা রোগ যে রোগের জন্য আমরা সাধারনত এন্টিবায়োটিক ইউজ করা হয় ।

উওরদাতা: ধরেন অপরেশনের রোগী । ইনফেকশন হয়ে গেছে । এটাই তো ।

প্রশ্নকর্তা: আর অন্য কোনো ?

উওরদাতা:না আর আমিতো কিছু দেখি না এটাই ।

প্রশ্নকর্তা: এমনে সচারচর যেমন একটু আগে বলতেছিলেন ?

উওরদাতা: মেজর সিজার । দেখা যায়যে কাটা ছিড়া হইছে বড় ধরনের । উসটা খাইয়ে নোখটা উল্টায় গেছে । এধরনের ছোট খাট বড় এন্টিবায়োটিক লাগে তখন ।

প্রশ্নকর্তা: সব জায়গায়ই লাগে না ?

উওরদাতা: হ্যা । বড় ধরনের হলে বা ছোট ধরনের কাটা ছিড়া হলে গভীর ক্ষত হইলে । তখন এন্টিবায়োটিকটা লাগে ।

প্রশ্নকর্তা: কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিকটা সবচেয়ে ভালো কাজ করে বলে আপনার মনে হয় ? অনেক গ্রপেরতো এন্টিবায়োটিক আছে?

উওরদাতা: আমার কাছে মনে হচ্ছে সেপ-থ্রি, সেফিকজিম ।

প্রশ্নকর্তা: সেফিকজিম এটা ভালো কাজ করে?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: এছাড়া আর কোনো এন্টিবায়োটিক ?

উওরদাতা: এটা সেফ ড্রাগ হিসেবে এটা আমার পচ্ছন্দ ।

প্রশ্নকর্তা: একটা গ্রুপ । এছাড়া অন্য কোনো গ্রুপ ?

উওরদাতা: এমোক্সাসিলিন । সেফ-থ্রি । এ জাতীয় । এখানে উল্লেখ যোগ্য আমার এক রিলেটিভ জাতীয় অধ্যাপক ... কাছে গেছিলো । তখন আমি দেখছি নবজাতক তখন উনি লেখছে মস্কাসিল ড্রপ । তখন আমি তার মাধ্যমে অনুপ্রানিত হইছি যে এটা সেফ ড্রাগ । তখন থেকে আমি এই ঔষুধটা ইউজ করি বেশী ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা মানে ঐটা দেখে আপনি ?

উওরদাতা:বড়দের জন্যও ছোটদের জন্যও ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা এন্টিবায়োটিক রেজিসট্রেন্স এই শব্দটা কি শুনছেন ? আমরা বলি না যে মেডিসিন রেজিসটেন্স হয়ে যাচ্ছে ?বা এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স ?

উওরদাতা: এই শব্দটার সাথে আমি পরিচিত না ।

প্রশ্নকর্তা: শুনেন নাই কোনো সময় কারো কাছে?

(১৫:০২)

উওরদাতা:না শুনি নাই ।

প্রশ্নকর্তা: যে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স ? আচ্ছা মানে ধরেন একজন রোগীকে আপনি একটা এন্টিবায়োটিক দিলেন । একটা ফুল কোর্স দিলেন যে আপনি দিনে তিনটা করে একটু আগে বলতে ছিলেন যে সাতদিন খাবা তিন সাতে একুশটা কোর্স । সে পুরাটা কোর্স---

উওরদাতা: একচুয়েলি এক এক এন্টিবায়োটিকের এক এক ডোজ । একটা খাইতে হয় চব্বিশ ঘন্টায় একটা আর একটা খাইতে হয় চব্বিশ ঘন্টায় তিনটা । আর একটা খাইতে হয় চব্বিশ ঘন্টায় দুইটা ।

প্রশ্নকর্তা: জি জি যেকোনো একটা কোর্স দিলেন সে যদি কোর্স কমপ্লিট না করে তাহলে তার কোনো সমস্যা হবে ?

উওরদাতা: হইতে পারে রোগটা যদি কাম বেক করে অবশ্যই হতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ফিরে আসলে হইতে পারে ।

উওরদাতা: তারপর হাই এন্টিবায়োটিক ইউজ করা লাগতে পারে । ডাক্তার লেখতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা: সেক্সেত্রে এন্টিবায়োটিক পরবর্তীতে সে যখন আবার খাচ্ছে তার কি রোগ আর ভালো হবে ? তার সমস্যা হবে কোনো? রোগটা ফিরে আসলো আসার পর সে মেডিসিন নিলো খেলো । তখন কি হবে তার ?

উওরদাতা: তখন ঐ রোগটা ফিরে আসলে বললাম হাই এন্টিবায়োটিকে যাইতে হবে । ইস্পেট অনূযায়ী যাওয়া লাগবে ইস্টেপ বাই ইস্টেপ । যেখানে আপনের এমোক্সাসিলিনে কাজ হইতো তখন আপনের জিমেক্সে যাইতে হইবো । এজিট্রোমাইসিনে যাইতে হইবো । তারপর আস্তে আস্তে সেফিকজিম গ্রুপের ঔষুধ আছে ঐসব ।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আস্তে আস্তে পাওয়ারটা বাড়বে ?

উওরদাতা: বাড়বে ।

প্রশ্নকর্তা: বাড়লে এটা রোগীর জন্যকি ভালো হবে না খারাপ হবে ?

উওরদাতা: ক্ষতিকর হবে অবশ্যই ক্ষতি ।

প্রশ্নকর্তা: কেন কেন ক্ষতিকারক?

উওরদাতা: যে সে ডিসিপ্লিনের মধ্যে থাকলো না । প্রথমে ডাক্তার যে তাকে বলছিলো উপদেশ দিছিলো যে আপনি এটা খান । ঐটা খাইলো না গেপ করলো তার জন্য সে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হইলো শারীরিক ভাবেও কষ্ট পাইলো ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা চমৎকার আচ্ছা তো , সঠিক নিয়ম নির্দেশনা অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক সেবনের কোনো চেলেঞ্জ কি আছে? সঠিক নিয়ম মাফিক যেমন আপনি একটু আগে বলতেছেন কোনোটা বারো ঘন্টা কোনোটা ছয় ঘন্টা কোনোটা আট ঘন্টা এইযে একটা টাইম মেনে ঔষুধটা খাওয়া এটা খাইতে গিয়ে কোনো চেলেঞ্জ আছে রোগীদের ক্ষেত্রে? রোগীদের এটা মেনে চলতে পারে ?

উওরদাতা: যারা কনসিয়াস শিক্ষিত তারা মানে , আর যারা একটু অশিক্ষিত আছে ইলেটারেট আছে তারা মানে না , অবহেলা করে।

প্রশ্নকর্তা: অবহেলা করলে কি সমস্যা হইতে পারে তখন ?

উওরদাতা: এটাতো পরে মেরাথন পর্যায়ে যাবে । সাপোজ একটা নরম্যাল জ্বর টাইফয়েডে রুপান্তরিত হইলো ।

প্রশ্নকর্তা: আস্তে আস্তে টাইফয়েডে রুপান্তরিত হবে । আচ্ছা । তো এটা অনেক ভয়ংকর একটা ব্যাপার ।

উওরদাতা: অবশ্যই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ভাই আমরা এখন নীতিমালা সম্পর্কিত বিষয়গুলো সম্পর্কে কথা বলবো । সেটা হচ্ছে সাধারন ঔষূধের বিশেষ করে এন্টিবায়োটেক ব্যবহার পর্যবেক্ষন করে এমন কোনো অফিস থেকে নিয়ন্ত্রনকারী সংস্থা সম্পর্কে কি আপনি জানেন? যে মেডিসিন গুলা দেখ ভাল করে?

উওরদাতা: দেখ ভাল করে একচুয়েলি মাঠ পর্যায়ে এদের ইয়া নাই , এরা একটিভ না দেখি মাঝে মাঝে করে আসলে প্রশাসনের ও সীমাবদ্ধতা আছে ।

প্রশ্নকর্তা: কোন অফিস থেকে আসে এটা কোন অফিস ?

উওরদাতা: ড্রাগ ঔষুধ অধিদপ্তর ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা উনারা আসে ?

উওরদাতা: আসে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । ড্রাগ সুপার ও কয়েকজন আমাকে বলছিলো ড্রাগ সুপারের অফিস থেকে , ঐটা কি ড্রাগ সুপারের অফিস থেকেই আসে নাকি? এখানে সিটি করপোরেশনের পাশে নাকি একটা অফিস আছে ?

উওরদাতা: একচুয়েলি এখানে কিছু করাপটেড লোকও আছে । যারা ভয় ভিতি দেখাইয়া যখন ঔষুধ ব্যবসায়ীদের হেরেস করে ।

প্রশ্নকর্তা: তখন আপনারা তাদের চেক করেন না ? যে এরা জেনুয়িন নাকি ?

উওরদাতা: সরকারী লোক অফিসীয়াল লোক । তাদের আইডি কার্ড আছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত কোনো নীতিমালা সম্পর্কে আপনি জানেন? কোনো নীতিমালা সরকারী ? এন্টিবায়োটিক ইউজ সম্পর্কিত ?

উওরদাতা: নীতিমালা আমি শুনছি রেজিস্ট্রার্ড ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এন্টিবায়োটিক ইউজ করা নিষেধ ।

প্রশ্নকর্তা: এটা কোথায় শুনছেন?

উওরদাতা: এটা পত্র-পত্রিকায় নিউজ টেলিভিশন এই সবে শুনছি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা মাস-মিডিয়া , গন মাধ্যমে আপনি শুনছেন । আপনার কাছে কি মনে হয় এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য একটা নীতিমালা বা একটা নৈতিক আচরন বিধির প্রয়োজন আছে?

উওরদাতা: অবশ্যই । ডেফিনেটলি ।

প্রশ্নকর্তা: কেন কেন কেন? একটু যদি খুলে বলেন?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক তো উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মেডিসিন । এটা যতযত্র ব্যবহার বন্ধ করা উচিৎ । মানব দেহের সেফটি ফাস্ট । প্লাস দেখা গেছে যে এটা ঝুকিঁপূর্ণ । তারজন্য রেজিস্ট্রার্ড ডাক্তার ছাড়া আমরা কারো সাপোর্ট করি না । একান্ত না পারলে একবারে সব চাইতে নিম্নস্থ যে এন্টিবায়োটিক ঐটা ইউজ করতে হয় । এই আরকি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আপনার কাছে কি মনে হয় কিছু সেবা দানকারী আপনাদের মতো দোকানে যারা ব্যবস্যা করে, যারা অযৈক্তিক ভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকে তার হয়তো এন্টিবায়োটিক লাগে না কিন্তু সে এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিলো ?

উওরদাতা: ব্যবস্যায়ীক ভাবে অনেক লোভী লোক আছে । বাস্তবিক অর্থে যারা লোভী নিম্ন স্তরের কম্পানীর ঔষুধ এরা হাতে রাখে মানুষকে খাওয়ায় ।

প্রশ্নকর্তা: আছে না ?

উওরদাতা: আছে ।

প্রশ্নকর্তা: কেন তারা এই কাজটা করে ? তাদের লাভটা কি ?

উওরদাতা: তাদের সার্থের জন্য এগুলা করে , আর্থিক ভাবে লাভবান হয় । রোগীর নিঃশ্ব হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কি মনে করেন রোগীর লাভের চেয়ে যিনি আর্থিক লাভের জন্য প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখে এটা তো বললেনই । তো ভাই আপনি কি ভোক্তার অধিকার সম্পর্কে শুনছেন ? ভোক্তার অধিকার ? কনজুমার রাইটস । ভোক্তার অধিকার ?

(২০:১৮)

উওরদাতা: ভোক্তার অধিকার ?ব্যাখ্যা করতেন ব্যাপারটা?

প্রশ্নকর্তা: মানে ধরেন ভোক্তা মানে কি আমরা সবাইতো ভোক্তা।

উওরদাতা: বুঝতে পারছি ।

প্রশ্নকর্তা: এখন সবারতো একটা অধিকার আছে এই শব্দটা শুনছেন আমরা --?

উওরদাতা: এটা কিসের মেডিসিনের ?

প্রশ্নকর্তা: মেডিসিন না, এটা হচ্ছে এমনে সাভাবিক যে আমরা দেখি না ভোক্তার অধিকার সাপ্তাহ পালন করে ? প্রতিটা মানুষইতো আমরা ভোক্তা , যেকোনো জিনিস যেটা আমরা ভোগ করতেছি আমরা ভোক্তা না?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা: তো এইযে ভোক্তার অধিকার আমাদের ভোক্তা হিসেবে একটা রাইট আছে এই শব্দটা?

উওরদাতা: ভোক্তাতো আসলে অনেক বড় পরিসরের একটা শব্দ , একেক জন একেকটা জিনিস সব কিছুই ভোক্তা একচুয়েলি যেকোনো প্রোডাক্টের এখানে মুজুরদারী যে জিনিসটা হয় । এই মুজুরদারী যারা করে সেটা মেডিসিনের হতে পারে বা খাদ্য দব্য ।

প্রশ্নকর্তা: এই এই আমি যদি ভোক্তা হই আমার একটা অধিকার ?

উওরদাতা: হ্যা এটা ইয়ে হয় না ।

প্রশ্নকর্তা: ভোক্তার অধিকার এই শব্দটা শুনছেন না ?

উওরদাতা: হ্যা শুনছি ।

প্রশ্নকর্তা: মানে একটু যদি ব্যাখ্যা করেন খুলে বলেন আসলে ?

উওরদাতা: ভোক্তার অধিকার যেটা মানুষ বঞ্চিত , আমি মনে করি । ভোক্তার অধিকার বলতে যারা মজুরদার তারা আপনের দেখা গেছে যে ঐ এক জায়গায় স্টক কইরে মার্কেটের ক্রাইসিস দেখায় , ক্রাইসিস দেখায় উচ্চমূল্য নেওয়ার অপচেষ্টা করে । এটাই , এটাই আমি বুঝি ।

প্রশ্নকর্তা: একটা প্রেসক্রিপশনে যাতে এন্টিবায়োটিক এটার যথাযথ ভাবে এটার ব্যবহার পরামর্শ লেখা হয় তার জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ বলে আপনি মনে করেন ?

উওরদাতা: এখানে আমি মনে করি সরকারী তদারকের বিশেষ প্রয়োজন যারা----

প্রশ্নকর্তা: একটা প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিকের ইউজ সম্পর্কে বিস্তারিত কোন কোন বিষয়গুলো উল্লেখ করলে প্রেসক্রিপশনটা আরো সমৃদ্ধ হবে ভালো হবে ? ডাক্তাররা প্রেসক্রিপশন দেয় না এন্টিবায়োটিক উল্লেখ করে না ঐখানে ? যে কোন কোন বিষয়গুলো উল্লেখ করলে --?

উওরদাতা: ঐখানে যদি ওরা সিল ইউজ করে একদম ইস্পস্ট অক্ষরে, আর একটা কথা যেটা না বললেই না ডাক্তারের লেখা অনেক সময় বুঝা যায় না বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ডাক্তারের লেখা বুঝা যায় না ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা: তারা হয়তো বা মনে করে , আমি মনে করি এরা মনে করে আমরা ডাক্তার মানুষ আমাদের একটু স্টাইলের ব্যাপার আছে, লেখাটা একটু বেকা চেকা কইরে লেখে দেখা যায়যে এটা অনেক সময় বুঝা যায় না বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বুঝা যায় না তো এটা অনেক সমস্যা হয় । দেখা যায়যে অনেক মেডিসিন কিপার আছে কাস্টোমারদের ছাড়তে চায় না । না বুঝলে ঐটার সাথে একটা সামঞ্জস্য নাম সেম সেম নাম মিলায় দিয়ে দেয় । যদিও এক এক ঔষুধের একএক কাজ । তো ডেফিনেটলি ডাক্তারের লেখা স্বচ্ছ হওয়া অবশ্যই দরকার ।

প্রশ্নকর্তা: আর এটার ডোজ বা মেডিসিনের অন্যান্য যে বিষয় গুলা এন্টিবায়োটিকের ঐগুলা উল্লেখ করলে ভালো হয় এখানে?

উওরদাতা: অবশ্যই অবশ্যই এগুলা সিল আকারে করলে ভালো হয় । উপদেশ এবং একটা বিশেষ দ্রষ্টাব্য একটা দৃষ্টি আকর্ষনের মতন করে যদি সে সিল আকৃতির করে এভাবে এভাবে করলে এটা আপনের জন্য ভালো । এটা করলে ভালো ।

প্রশ্নকর্তা: লোকজন এন্টিবায়োটিক নেওয়ার জন্য কোথায় যেতে বেশী পচ্ছন্দ করে ভাই? সরকারী হাসপাতালে নাকি অন্য কোনো ইয়েতে? লোকজন বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক কিনতে কোথায় যেতে বেশী পচ্ছন্দ করে সরকারী হাসপাতালে নাকি আপনাদের এখানে আসতে বেশী পচ্ছন্দ করে ?নাকি অন্য কোথাও যায় তারা ?

উওরদাতা: একচুয়েলি এন্টিবায়োটিকটা মূখ্য না । আপনি যেভাবে এন্টিবায়োটিকের কথা বার বার বলতেছেন এখানে এন্টিবায়োটিকটা এত মূখ্য না । ক্ষেত্র বিশেষ অবস্থা বুইঝে এন্টিবায়োটিকটা ইউজের দরকার পরে । তো একচুয়েলি ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তাররা প্রাথমিক ভাবে এন্টিবায়োটিক দিয়ে দেয় প্রথমেই , প্রাথমিক ভাবেই , নরম্যাল ঔষুধ লেখে না । আবার লেখে আপনার ১% ডাক্তার নরম্যাল ঔষুধ লেখে আর যারা তারা বেশীর ভাগই এন্টিবায়োটিক লেখে। আমার যেটা মনে হইছে ।

প্রশ্নকর্তা: কেন তারা প্রথমেই এন্টিবায়োটিক লেখার কারনটা কি?

উওরদাতা: কে ?

প্রশ্নকর্তা: ডাক্তাররা ? বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক লেখার কারন ?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক লেখে মনে করে যে আমার কাছে আসছে দেখা গেছে যে উনি আঞ্চলিক ভাবে ঔষুধ খাইছে কাজ হয় নাই, আপনার কাছে আসছে হয়তো রোগটা বেশীদিন ধরে কেরী করতেছে তার জন্য ডাক্তার ফাস্ট টাইমে এন্টিবায়োটিক লেখে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা তাহলে রোগী সুস্থ হয়ে যাচ্ছে ?

উওরদাতা: জি অনেক ক্ষেত্রে হইতেছে সুস্থ । দিব্বি সুস্থ হইতেছে ।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে মেডিসিনটা নাওয়ার জন্য লোকজন কি সরকারী হাসপাতালে বেশী যেতে পচ্ছন্দ করে ? নাকি এখানে আসে আপনাদের এখানে আসে? দোকানে আসে ?

উওরদাতা: দোকানে আসে বেশী ।

প্রশ্নকর্তা: কেন ?

উওরদাতা: দোকানে ঔষুধ পায় সহজ লভ্য । ডাক্তারের কাছে যাওয়া একটু ঝামেলা । রাস্তা ঘাটে জাম যট । নিজেরও কাজ কাম থাকে সবসময় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা বুঝতে পারছি ।

উওরদাতা: এখানে এন্টিবায়োটিকটা মূলত অসুখের আরোগ্য লাভের জন্য ক্ষেত্র বিশেষে এন্টিবায়োটিকটা ইউজ করতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ভাই অপনার যে ঔষুধগুলো যেগুলার এক্সপেয়ার ডেট চলে যায় মেয়াদ উতির্ণ হয়ে যায় বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক এগুলা আপনি কি করেন এগুলা ?

উওরদাতা: ফালায় দেই ডাস্টবিনে ফালায় দেই ।

প্রশ্নকর্তা: নিজেই ফেলে দেন ?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: কোথায় ফেলেন এগুলা?

উওরদাতা: ডাস্টবিনের সিটি করপোরেশনে ময়লা নেয় ঐখানে ফালায় দেই ।

প্রশ্নকর্তা: ময়লার গাড়ি আসে নাকি কোনো একটা জায়গায় ফেলেন ?

উওরদাতা: ময়লার গাড়ি আসে ।

প্রশ্নকর্তা: ঐখানে ফেলে দেন ।?

উওরদাতা: একটা পরিচ্ছন্ন এলাকা ।

(২৫:০৩)

প্রশ্নকর্তা: আর ঐ ঔষুধ কম্পানী বা কেউ এটা নিয়ে যায়?

উওরদাতা: না ওরা নেয় না । ওরা মুখে বলে নেয় কিন্তু একচুয়েলি ওরা নেয় না । ওরা হচ্ছে সেলফিস । আমার কাছে যেটা মনে হয় ওরা প্রোডাক্ট বিক্রি করার জন্য অনেক রসালো কথা বলে , কিন্তু প্রোডাক্ট বিক্রি করার পরে ঐযে দায়বদ্ধতা আছে মালটা এক্সপায়ার হয়ে গেলে বা খারাপ হয়ে গেল । খুব কম ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু আমাকে বলছে যে ঔষুধ কম্পানী নিয়ে যায় ।

উওরদাতা: যারা বড় বড় মেডিসিনের দোকান একচুয়েলি ঔষুধটা কিন্তু বড় মেডিসিনের দোকান থেকে বিক্রি বেশী হয় ছোট দোকান থেকেই সব জায়গায় অল ওভার । তো ঔষুধ কম্পানী গুলা কথা দিয়ে কথা রাখে না । এটা শুধু আমি না এটা মাঠ পর্যায়ে আরো পর্যবেক্ষন করেন এটার সত্যতা ১০০% । আমার মনে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: মানে আপনার যে ঔষুধ গুলা পান ভাই এগুলা কিভাবে পান ঔষুধ ? মেডিসিন যে পান এখানে ?

উওরদাতা: আমাদের এই কম্পানীর মানুষ আসে এসে ঔষুধ দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: ওরাই সব ঔষুধ দিয়ে যায় নাকি আপনাদের গিয়ে আনতে হয় কোনো জায়গা থেকে ?

উওরদাতা: তারপর আমাদের হোল সেলের দোকান আছে দোকান থেকে আনতে হয়।

প্রশ্নকর্তা: ঐটা কোন জায়গায় হোল সেলের দোকান গুলা ?

উওরদাতা: একটা আছে টঙ্গী কলেজ গেট আছে , তারপর আমাদের ভিতরে আছে একজন , বাংলাদেশ ফার্মেসির কুদ্দুস , আব্বুল কুদ্দুস ডাক্তার ।

প্রশ্নকর্তা: এটাকি এই এলাকায় ?

উওরদাতা: এলাকায় এলাকায় ।

প্রশ্নকর্তা: ঐখান থেকে যেয়ে আপনি আনেন?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: ধরেন যদি ১০০% এর কত পারসেন্ট মেডিসিন আপনারা এম.আর. দিয়ে বা মেডিসিন কম্পানী থেকে পান?

উওরদাতা: ১০% পাই । ওর ১২% পাই এরকম ।

প্রশ্নকর্তা: ওনাদের কাছ থেকে মানে ঔষুধ কম্পানী এসে দিয়ে যায় ?

উওরদাতা:না ঔষুধের যাদের দোকান তাদের লোক আছে আবার স্টাফ আছে । স্টাফ আইসে দিয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা: ঔষুধ কম্পানীর ওরাও এসে দিয়ে যায়?

উওরদাতা: ঔষুধ কম্পানী ও দিয়ে যায় , আসলে কম্পানীর কাছ থেকে নিলেতো বেশী মাল নিতে হয় । বক্স বক্সে নিতে হয় । আমরাতো নেই একপাতা দুই চার পাতা । তার জন্য আমাদের হোল সেলের দোকানে দারস্থ হইতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আর হোল সেল বলতেছেন টেন টু টুয়েলভ পারসেন্ট ? ঐটা ওরা দিয়ে যায় ?

উওরদাতা: জি ।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের ফিজিকেলি গিয়ে আনতে হয় না ?

উওরদাতা: আনলে ও হয় দিয়া গেলেও হয় যার যেমন ইচ্ছা ।

প্রশ্নকর্তা: তো বেশীর ভাগ সময় কোনটা হয়? আনতে হয় নাকি?

উওরদাতা: এখনতো আসলে মানুষ কাস্টমার ধরার জন্য ওরা হোম সার্ভিস ইয়ে করছে ।

প্রশ্নকর্তা: খুবই ভালো এটা আমার জানা ছিলো না। আচ্ছা ভাই আপনার এখানে যে গবাদী পশু বিশেষ করে গরু- ছাগল, হাসঁু মুরগীর ঔষুধ দেখতেছি্ এখানে কোনো এন্টিবায়োটিক আছে?

উওরদাতা:না এন্টিবায়োটিক নাই ।

প্রশ্নকর্তা: একটা এন্টিবায়োটিক ও নাই?

উওরদাতা:এন্টিবায়োটিক নাই ।

প্রশ্নকর্তা: যেমন রেনামাইসিন, মক্সাসিন বা---

উওরদাতা: আছে আপনের ---

প্রশ্নকর্তা: কি আছে?

উওরদাতা: ট্যাবলেট আছে , একটা হইতেছে অক্সিটেট্রাসাইক্লিন সবচেয়ে লো ক্লাসের এন্টিবায়োটিকটাই আছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ঐটা আছে আর? রেনামাইসিন বা ঐ ধরনের ?

উওরদাতা: ঐটাই ঐটাই ।

প্রশ্নকর্তা: অক্সিটেট্রাসাইক্লিন । আচ্ছা ।

উওরদাতা:এমনে আছে জ্বর ব্যাথ্যা । মোটাতাজা করার, ক্রিমির ট্যাবলেট । সিরাপ ।

প্রশ্নকর্তা: তো রেনামাইসিন যেটা আছে ঐটা মুরগীর বা কার জন্য এটা ব্যবহার করা হয় ? করেন বেশী?

উওরদাতা: মুরগীর, হাসঁ, মুরগীর , কবুতর পাখি ।

প্রশ্নকর্তা: পাখি এগুলার জন্য , আচ্ছা । তো এই মেডিসিনটা কি আপনি নিজে দেন ? হাসঁ মুরগী বা ইয়ের ক্ষেত্রে কবুতরে ক্ষেত্রে আপনি ?

উওরদাতা: হ্যা আমি দেই ।

প্রশ্নকর্তা: তো এটা যখন দেন আপনি মানে কোনো ধরনের সমস্যা বা ইয়া হয় মানে কি পরিমান দিবেন ? ডোজ ?বা এটার সাইড এফেক্ট বা কতদিন খাইতে হবে এই সম্পর্কে আপনি যখন প্রেসক্রাইব করেন বলেন কোনো সমস্যা হয়?

উওরদাতা:না সমস্যা নাই ।

প্রশ্নকর্তা: কি বলেন মানে ডোজ সম্পর্কে কি বলেন ?

উওরদাতা: ডোজ সম্পর্কে মানুষকে আসলে আপনের অসুখ ভালো হয়ে গেলে আর ডোজটা কম্লিট করে না । বেশীর ভাগ মানুষই ।

প্রশ্নকর্তা: আপনাদের ক্ষেত্রেও কি তাই ?

উওরদাতা: হ্যা আমাদের ক্ষেত্রেও । অসুখ ভালো হয়ে গেলে এটা আর ঔষুধ খাওয়ায় না ।

প্রশ্নকর্তা: তখন সমস্যা হয় আবার পাইছেন যে রোগী গুলা ফিরে আসে?

উওরদাতা: আবার হয় কিছু কিছু হয় । আবার কিছু রোগীর কিছু হয় না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তাহলে একটা পাখির বা এই ধরনের মুরগীকে এন্টিবায়োটিক দিবেন কি দিবেন না এইযে ডিসিশন এটা কিভাবে নেন আপনি ?

উওরদাতা: এটা আপনের অসুস্থতার উপর ডিপেন্ড করে । অসুখটা কি বেশী গুরুতর এটা কি লঘু ঐটার উপর ডেপেন্ড করে এন্টিবায়োটিক রেনামাইসিন আছে । টেট্রাভেট আছে ।

প্রশ্নকর্তা: টেট্রাভেটটা কিসের?

উওরদাতা: এটা হচ্ছে একমি কম্পানীর , রেনামাইসিনটা হচ্ছে রেনেটা কম্পানীর ।

প্রশ্নকর্তা: দুইটার কাজই কি একই ?

উওরদাতা: একই কাজ । আমি একমিটাই বেশী দেই ।

প্রশ্নকর্তা: তো লোকজন কি পুরাটা নেয় ঔষুধ ?

উওরদাতা:না অল্প অল্প নেয় ।

প্রশ্নকর্তা: রেজিসটেন্স , এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স এই শব্দটাকি আপনি শুনছেন কোথাও ?

উওরদাতা:না এটা আমি শুনি নাই । পরিচিত না এই শব্দটার সাথে ।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে ভাই আমি আপনাকে আর একটু কষ্ট দেই সেটা হচ্ছে যে আপনার এখানে আমার একটা কাজ আছে যে মানে যে এন্টিবায়োটিক গুলা আছে বিশেষ করে হিউমেন এবং এনিমেলের ঐ এন্টিবায়োটিক মেডিসিন গুলার নাম আমি একটু লিখে নিতে হবে , হ্যা? তো সে ক্ষেত্রে আপনি যদি একটু কষ্ট করে প্যাকেট গুলা দেন আমি একটু দেখে দেখে লেখে নিবো । বানান গুলা ।

উওরদাতা: প্রথমে আছে জিমেক্স ।

প্রশ্নকর্তা: জি কষ্ট করে যদি কাছে আনেন তাহলে আমি একটু দেখে লিখি , কারন বানান ভুল হবে । একটা একটা দিলে আমি লেখি, কোন কোন এন্টিবায়োটিক আছে এবং কোন কোনটা আপনি সচাসচর বেশী প্রেসক্রাইব করে থাকেন ? জিমেক্স-৫০০ ।

(৩০:১৯)

উওরদাতা: এটা হচ্ছে জেনেটিক নাম ।

প্রশ্নকর্তা: জি । তারপরে ?

উওরদাতা: তারপরে আছে সেফ-থ্রি ।

প্রশ্নকর্তা: সেফ-থি । সেফিকজিম -২০০ মিলিঃ গ্রাম । ফ্লাজিলএমোডিস এটাও কি এন্টিবায়োটিক ?

উওরদাতা:না না ।

প্রশ্নকর্তা: এটা হচ্ছে হিউমেনের না? হিউমেন আজকে সাত বারো , খান ফার্মেসি । তারপরে এটা হচ্ছে ক্লিনডাসিন না? এতো ধুলা আসে কোথা থেকে ভাই এত ধুলা ?

উওরদাতা:রাস্তে ঘাটে ধুলা গাড়ি যায় । কনস্ট্রাকশনের কাজ চলে আসে পাশে । তারপরেও আমরা পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করি সবসময়। মেডিসিনের ব্যাপার সেন্সিটিভ ব্যাপার ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা অবশ্যই । যেকোনো মেডিসিন গ্রুপের একটা গ্রুপ হইলে হবে , একটা গ্রুপের একটা ঔষুধ ।

উওরদাতা: বুঝতে পারছি ।

প্রশ্নকর্তা: সব লাগবে না । একই গ্রুপের তো অনেক কম্পানীর আছে সব লাগবে না । ঐযে একটা ট্রিভক্স -৫০০ । দেখা যাচ্ছে । এইযে এইযে হলুদ রং এর । এটা কি ইনজেকশন ?

উওরদাতা:না এটা ট্যাবলেট ।

প্রশ্নকর্তা: জি ভাই আর? এজিট্রোমাইসিন । ঐযে এমোক্সাসিলিন বলতেছিলেন ।

উওরদাতা: এমোক্সাসিলিন ফাইমোক্সিল গ্রুপের ।

প্রশ্নকর্তা: এমোক্সাসিলিন ডাই হাইড্রেট । আর একটু দেখি আর কিছু আছে কিনা? এই পাশের সেলফে বা এদিকে ? ঐযে লিভেক সিরাপ সিরাপের মত তাকতে পারে বাচ্চাদের ?

উওরদাতা: লিভেক ।

প্রশ্নকর্তা: ঐযে ঐযে দেখা যাচ্ছে । ঐটা কোন গ্রুপ ?

উওরদাতা: সেফ্রাডিন ।

প্রশ্নকর্তা: একটু নিয়ে আসেন না কষ্ট করে ।

উওরদাতা: হ্যা ঠিক আছে হইছে ।

প্রশ্নকর্তা: এল.ই. না না । সেফ্রাডিন না?

উওরদাতা: সি.এফ.আর. এ.ডি.আই. এন ।

প্রশ্নকর্তা: সেফ্রাডিন আচ্ছা । আর কি আছে ?

উওরদাতা: এইতো ।

প্রশ্নকর্তা: আর একটু দেখেন না । ঐযে ঐটা কট্রামের পাশে যেটা ? এজিট ?

উওরদাতা: এজিট্রোমাইসিন ।

প্রশ্নকর্তা: আর কিছু আছে?

উওরদাতা:না আর নাই ।

প্রশ্নকর্তা: এই সেলফে ? ট্রাইয়োসিনটা কি? ট্রাইয়োসিন ?

উওরদাতা: দেওয়া হইছে ।

প্রশ্নকর্তা: সেফ্কক্সিম । আর এদিকে ?

উওরদাতা: এগুলা দাওয়া হইছে এগুলা একই নাম । এক এক কম্পানীর । একই ঔষুধ ।

প্রশ্নকর্তা: এইদিকে এইটা ।

উওরদাতা: একই কম্পানীর ।

প্রশ্নকর্তা: এটা এটা । এটা লেখে নেই ।

উওরদাতা: লেখেন ফ্লুফক্স । এফ্লক্স লেখেন । ফ্লুফ্লক্সাসিলিন ।

প্রশ্নকর্তা: ফ্লুফ্লক্সাসিলিন । ৫০০ এম.জি । আর?

(৩৫:১০)

উওরদাতা: আর নাই ।

প্রশ্নকর্তা: এটাওতো সেম?

উওরদাতা: একই একই ।

প্রশ্নকর্তা: সেফ্রাডিন লিখছি ?

উওরদাতা: একই ।

প্রশ্নকর্তা: লেখছি না একটু আগে লেখছি?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: এটাতো গেলো হিউমেনের আর এনিমেলের জন্য যে দুটা বলছিলেন ঐটা একটু কষ্ট করে একটু দেখান? রেনামাইসিন আর ইয়েটা ? কষ্ট করে যদি একটু নেন?

উওরদাতা: রেনামাইসিন আর টেট্রাভেট একই ।

প্রশ্নকর্তা: একটু নেন না ভাই ? এনিমেল ?জি । টেট্রাভেট ।

উওরদাতা: আর একটা আছে এন্টিবায়োটিক ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা দেখি ? এনিমেলের?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: কি ধরনের রোগের জন্য এটা?

উওরদাতা: এটা এন্টিবায়োটিক অনেক কাজ করে ।

প্রশ্নকর্তা: অনেক কাজ করে, না ?

উওরদাতা: ইনজেকশন এটা ।

প্রশ্নকর্তা: আর ঐযে রেনামাইসিনটা ভাই ? রেনামাইসিন ?

উওরদাতা: এটা এটা একই ।

প্রশ্নকর্তা: একই?

উওরদাতা: টেট্রাভেট আর রেনামাইসিন এক ।

প্রশ্নকর্তা: ও একই , না? আচ্ছা আমার আর একটু জানার ইয়ে ছিলো , সেটা হচ্ছে ? আপনার এখানে তাইলে কয় ধরনের মেডিসিন আছে? একটা হিউমেন আর একটা বললেন ?

উওরদাতা: এনিমেলের ।

প্রশ্নকর্তা: দুইটাই আছে ? আচ্ছা । আর আপনি কতদিন ধরে এই পেশায় আছেন বললেন ভাই ?

উওরদাতা:বারো বছর ।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য আপনি কোনো ধরনের প্রশিক্ষন ট্রেনিং নিয়েছেন কোনো জায়গা থেকে ? ট্রেনিং পাইছেন?

উওরদাতা: একচুয়েলি মেডিসিনের দোকান চালায় আমার বড় ভাই । আমি পার্ট টাইম বসি আরকি ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কি ঔষুধ বিশষক কোনো পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করছেন কোনো সময় কোনো জায়গায়?

উওরদাতা: আমার কথাটা আপনি বুঝতে পারেন নাই ?

প্রশ্নকর্তা: জি জি ।

উওরদাতা: এটাতো প্রশ্ন আমার জন্য না । যেহেতু আমার বড় ভাই চালায় সেহেতু আমার এখানে প্রয়োজন পরে না আমার ।

প্রশ্নকর্তা: আর পড়াশুনা কতটুকু বললেন ভাই?

উওরদাতা: ইন্টার মিডিয়েট ।

প্রশ্নকর্তা: দোকানের লাইসেন্স বললেন যে ট্রেড লাইসেন্স আছে ?

উওরদাতা: হ্যা ট্রেড লাইসেন্স আছে ।

প্রশ্নকর্তা: আর ইয়ের জন্য এপ্লাই করছেন ?

উওরদাতা: বড় ভাই ড্রাগ লাইসেন্স এর জন্য ফার্মাসিস্ট ক্লাস করা বাধ্যতা মূলক । ঐখানে ভর্তি হইতে হবে । নতুন আইন করা হইছে ।

প্রশ্নকর্তা: পড়তেছে পড়তেছে?

উওরদাতা: হ্যা ভর্তি আছে ক্লাস চলতেছে ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কি নিজে দোকানের মালিক নাকি আপনার ভাই বললেন ?

উওরদাতা: আমার ভাই ।

প্রশ্নকর্তা: ভাই দোকানের মালিক ।

উওরদাতা: তো ভাই এই ছিলো আমার মোটামুটি আলোচনা । তো অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে । অনেক সময় দিলেন আমি আপনার সুসাস্থ কামনা করি । এবং আপনার ব্যবস্যার সাফল্য কামনা করি । তো ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন । আর আবার যদি কোনো সময় গবেষনার কাছে আসি তাহলে দেখা হবে । ধন্যবাদ আচ্ছা । আসসালামুআলাইকুম । খোদা হাফেজ ।

(৩৮:১৮)

পার্ট: বি -

প্রশ্নকর্তা: এখানে যে অনেক গুলা মেডিসিন নিলাম কোনটা কোন জেনারেশন কোন গ্রুপের আপনার যেটা যেটা জানা আছে , কোনটা কোন জেনারেশন একটু যদি বলেন ? যেমন কোনটা বলতেছিলেন আপনি জানেন ফার্স্ট জেনারেশন ?ভাইয়া ফাস্ট জেনারেশন কোনটা বলতে ছিলেন ?

উওরদাতা: এমোক্সাসিলিন ।

প্রশ্নকর্তা: এটা ফাস্ট জেনারেশন । আর কোনোটা?

উওরদাতা: এটা সেফ্রাডিন হচ্ছে সেকেন্ড সম্ভবত ।

প্রশ্নকর্তা: সেফ্রাডিন কৈ? এটা সেকেন্ড জেনারেশন আর?

উওরদাতা: এই দুইটা আমি কনফারর্ম আছি ।

প্রশ্নকর্তা: আর বাকি গুলা ?

উওরদাতা: মোটামুটি কনফার্ম ।

প্রশ্নকর্তা: আর বাকি গুলা ?

উওরদাতা: আমার জানা নাই। কতগুলা আছে মোটামুটি আপনের সেফিক্সম , সেফ-থ্রি ।

প্রশ্নকর্তা: আর একটা জিনিস জানা দরকার এগুলা কোনটা কোন ডিজিজের জন্য দেন ? যেমন এটা যদি বলেন জিমেক্স , জিমেক্সটা কোন কি রোগের জন্য দেন সাধারনত ?

উওরদাতা: জ্বর, পাতলা পায়খানা ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা তারপরে ?

উওরদাতা: এইসব ।

প্রশ্নকর্তা: তারপরে সেফ-থ্রি?

উওরদাতা: জ্বর , ইনফেকশন , সিজারের কাজ করে ।

প্রশ্নকর্তা: আর ক্লিনডাসিন ?

উওরদাতা: এটা দাতেঁর ইয়ের জন্য ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ডেন্টাল কি ?

উওরদাতা: মাউথ ইনফেকশন ।

প্রশ্নকর্তা: তারপরে এটার জন্য দেন , তারপরে ট্রিভক্স ?

উওরদাতা: ঠান্ডা কাশি । জ্বর ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা তারপরে ? এইযে ফাইমক্সিল ?

উওরদাতা: এটা ঠান্ডা কাশি গলা ব্যাথা ।

প্রশ্নকর্তা: কোল্ড , কাফ, টনসিলেটিস , না?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা তারপরে লিভেক?

উওরদাতা: একই ।

প্রশ্নকর্তা: একই ? আর এগুলা ভাই? এইযে এলফাক্স ?

উওরদাতা: এটা হচ্ছে আপনার সিজারের ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আর? আর কোনো রোগের জন্য?

উওরদাতা: এটাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আর এনিমেলের এইযে টেট্রাভেটটা ?

উওরদাতা: এই পাতলা পায়খানা , ঝিমায়। জ্বর । কলেরা ।

প্রশ্নকর্তা: আর এই কমবাপেন ?

উওরদাতা: এটা অল ওভার কাজ করে ।

প্রশ্নকর্তা: অল ওভার মানে কি কি ?

উওরদাতা: অল ওভার মানে এটা অনেক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এন্টিবায়োটিক । এটা জ্বর ঠান্ডা কাশি গলা ফুলা , ইনফেকশন এইসব কাজ করে ।

প্রশ্নকর্তা: তো এই ছিলো আলোচনা মোটামুটি আবারো অসংখ্য ধণ্যবাদ ভালো থাকেন দোয়া করবেন আমার জন্য । সুস্থ থাকেন আর কোনো সময় আসলে দেখা হবে । আসসালামুআলাইকুম । খোদা হাফেজ ।

উওরদাতা: ওকে ।

(৩:২২)